[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ সময় দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এ এস আই মারুফ হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে মোস্তফিজুর রহমান মোস্তাক (৩৫) কে ৪ বোতল ফেনসিডিল সহ তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত মোস্তফিজুর মোস্তাক দামুড়হুদা উপজেলার পারকেষ্টপুর মদনা ইউনিয়নের ছমির বিশ্বাসের ছেলে।

অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর টাওয়ার পাড়ার রহিম ও হাবিবুর কে ৪’শ বোতল ফেনসিডিল সহ আটক করেছে।

গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা পল্লি বিদুৎ অফিসের সামনের রাস্তার উপর থেকে তাদের কে আটক করে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এস আই আবু বক্কর সিদ্দিক, এএসআই রুহুল আমিন ও এএসআই মিলন হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় দর্শনা পল্লি বিদুৎতের সামনে।

এ সময় পুলিশ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের লাল মিয়ার ছেলে হাবিবুর রহমান (৩০) ও একই গ্রামের আবুল কালামের ছেলে আব্দুর রহমান (৩৮) কে ফেনসিডিল সহ গ্রেপ্তার করে।

এ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ২ টি বস্তা, বস্তা দুটি তল্লাশি করে ৪’শ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।
পরে আটককৃত দুজনের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে।

- দর্শনা প্রতিনিধি

দর্শনায় কাচা বাজারে আগুন

শীত মৌসুম হওয়ায় দর্শনা বাজারে দেখা মিলছে বিভিন্ন ধরনের কাঁচা তরকারি। কিন্তু শীত মৌসুমি কাচা তরকারির দাম আকাশ ছোয়া, এই দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ গুলো।

প্রায় সকলের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় থাকে আলু কিন্তু বাজারে শীতের নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা, পুরাতন আলু ২৫-৩০ টাকা, বেগুন ৩০-৩৫ টাকা, নতুন শিম ৩০-৩৫ টাকা, টমেটো ৫০-৬০ টাকা,

পাতাকপি ৩০-৪০ টাকা, ফুলকপি ২৫-৩০ টাকা, কাঁচামরিচ ২০-৩০ টাকা, কাচকলা ২৫-৩০ টাকা, পেঁপে ১৫-২০ টাকা, শশা ৫০-৫৫ টাকা, রসুন ১৮০-২০০ টাকা, এছাড়াও সকল সবজির দামও বেশি।

তবে পেঁয়াজ নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা থাকলেও কমছে না পেঁয়াজের ঝাঁজ, দেশী পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২২০-২৪০ টাকা, ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ২০০ টাকা।

পেঁয়াজের সাথে পাল্লা দিয়ে দাম বেড়েছে ভোজ্য তেলের, বোতল জাত তেলের দাম লিটারে বেড়েছে ৮-১০ টাকা, খোলা তেল বিক্রি হচ্ছে ৮৫-৯০ টাকা। লবনের দাম ঠিক থাকলেও সকল মসলার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। চালের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি ৪-৫ টাকা।

এই মূল্য বৃদ্ধির কারণে নিম্ন আয়ের মানুষ হিমশিম খাচ্ছে দৈনন্দিন জীবন যাপন পার করতে।

- দর্শনাা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গার চিৎলায় সারের গোডাউনে অগ্নিকা- ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় একটি সার-কীটনাশক ও জ্বালানি তেলের গোডাউনে অগ্নিকা-◌ের ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টায় উপজেলার চিৎলা গ্রামে প্রবাসী মাসুম

বিল্লাহর গোডাউনে ওই অগ্নিকা-◌ের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে প্রায় ৪ ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয় চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট।

স্থানীয়রা জানান, সকালে প্রবাসী মাসুম বিল্লাহর তিনতলা বিশিষ্ট ভবনে পাইপ ফিটিংসের কাজ করছিল শ্রমিকরা। পাইপ ফিটিংসের কাজে আগুন ব্যবহার করছিল তারা। এসময় অসাবধানতা বসত আগুনের ফুলকি ভবনের নিচে পড়ে গোডাউনে আগুন লেগে যায়।

এতে গোডাউনে থাকা ২০ ড্রাম ডিজেল ও পেট্রোল, ৭০০ বস্তা বিভিন্ন ধরনের সার, কীটনাশক, বিভিন্ন প্রকার প্লাস্টিক পাইপসহ ৭০০ বস্তা সিমেন্ট পুড়ে যায়।

পুড়ে যায় পাশে থাকা বিচুলি ও পাট খড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট।

প্রবাসী মাসুম বিল্লাহর ভাই হাবিবুর রহমান জানান, সকালে শ্রমিকরা পাইপ ফিটিংসের কাজ করার সময় আগুন ব্যবহার করছিল।

এসময় অসাবধানতা বসত আগুনের ফুলকি ভবনের নিচে থাকা পাট খড়ি ও বিচুলির গাদায় পড়ে। এতে দাও দাও করে জ্বলতে থাকে আগুন। এক পর্যায়ে আগুন লাগে গোডাউনের ভিতরে।

চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারি পরিচালক আব্দুস সালাম জানান, সকাল থেকে প্রায় ৪ ঘন্টা চেষ্টার পর দুপুরের দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। এতে আনুমানিক ৫০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গা বাজারে ফুটপথ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ক্রীড়ানুষ্টানের প্রস্তুতি সভা

আলমডাঙ্গায় মাধ্যমিক অফিসের উদ্যোগে শীতকালিন খেলাধুলার প্রস্তুতি মূলক সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ হলরুমে সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীর চর্চা করবে, খেলাধুলা করবে।

তাহলে তাদের শরীর ও মন সু¯◌্য’ থাকবে। তারা বিপথ গামী হবে না। অভিভাবকদেরও খোজ রাখতে হবে তার সন্তান সন্ধার পর কোথায় যায়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার।

স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম।

মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপার ভাইজার ইমরুল কায়েসের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, মনিরুজ্জামান, সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল হান্নান, আলমডাঙ্গা আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান, আনোয়ারুল ইসলাম সাগর, আব্দুল গনি, আবু তৈয়ব, আলমডাঙ্গা আলইকরা ক্যাডেট একাডেমীর অধ্যক্ষ এনামুল হক, ক্রীড়া শিক্ষক সিদ্দিক আলী, মহসীন কামাল, ছায়ারানি পাল, রেবেকা পারভীন প্রমুখ।

সভায় ৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্টানের প্রধান শিক্ষক, সুপার, অধ্যক্ষ, ক্রীড়া শিক্ষক সহ অন্যান্ন কর্মকর্তা বৃন্দ। সভায় সুষ্ট ভাবে ক্রীড়া অনুষ্টান সম্পন্ন করতে কয়েকটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

জীবননগরে কিশোর-কিশোরী ক্লাব উদ্বোধন

জীবননগরে কিশোর কিশোরী ক্লাবের উদ্বোধন করা হয়েছে।
গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের পীচ মোড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ক্লাবের উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ ক্লাবের উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা প্রমুখ।

জীবননগর প্রতিনিধি

জীবননগরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন

জীবননগরে ৪১ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা চত্তরে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস

চেয়ারম্যান আব্দুর সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার দ্বিনেশ চন্দ্রপাল, মোস্তাফিজুর রহমান, সমবায় অফিসার মতেহার হোসেন প্রমুখ।

- জীবননগর প্রতিনিধি

আজ ৪ ডিসেম্বর দর্শনা শত্রু মুক্ত দিবস

আজ ৪ ডিসেম্বর দামুড়হুদা জেলার দর্শনা শত্রু মুক্ত দিবস। জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাংলার ছেলেরা পাক-বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই করে দর্শনাকে মুক্ত করে।

মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন জানান, সেদিন ৩ ডিসেম্বর সন্ধা সাড়ে ৬টা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী বারাদি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে খবর আসে দর্শনার উত্তর-পশ্চিম পাশে পাক-হানাদার বাহিনী বাংকার করে অবস্থান নিয়ে আছে।

এ খবর পেয়ে ভারতীয় প্রায় ৬/৭ শত মিত্র-বাহিনী ও ৩০জন মুক্তিযোদ্ধা রাতের খাবার শেষ করে পায়ে হেঁটে মদনা, প্রতাপপুর ও জিরাট পার হয়ে রওনা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

মিত্র-বাহিনীর নেত্রীত্বে ছিলেন মিষ্টার বুফে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নেত্রীত্ব দেন মুক্তিযোদ্ধা মৃত নুর হাকিম। দীর্ঘ প্রায় ৭/৮ কিলো মিটার পথ পাড়ি দিয়ে উপজেলার গোবিন্দপুর ও রুদ্রনগরের মাঝামাঝি স্থানে রাবারের নৌকায় চেপে ৮জন করে যোদ্ধা মাথাভাঙ্গা নদী পার হয়ে রাত ২টার দিকে লোকনাথপুর ও পরানপুর মাঝামাঝি ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাঠে ট্রেন্স (এপিপি) কেটে অবস্থান নেয়। এরপর রাত ৪টা দিকে পাক-হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে বৃষ্টির মত মটার গান, সেল, এস এমজির রটেক ল্যান্সার ও রাইফেলের গুলি বর্ষন শুরু করে।

এসময় মুক্তিযোদ্ধা টীম ও মিত্র-বাহিনী পাল্টা গুলি বর্ষন শুরু

করে।

এসময় ৩ঘন্টা ব্যাপী উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল গুলাগুলি হয়। এক পর্যায় মক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা পাক-হানাদার বাহিনীর এ্যাম্বুসে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে একের পর এক গুলি, মটারগান, রকেট ল্যান্সার, এল এম জি, এস এলার, এস এম জি, এইচ এস জি, মার্কফোর রাইফেল ও সেল নিক্ষেপ চলতে থাকে।

এসময় ভারতীয় ৩টি যুদ্ধ বিমান কয়েকবার আকাশে চক্কর দিতে শুরু করলে পাক-হানাদার বাহিনী পিছু হঁটতে শুরু করে। সূর্য্যরে আলো ফোঁটার আগেই দর্শনা মুক্ত হয়ে যায়।
এরপর ৪ ডিসেম্বর সাকাল ৭টায় জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে দর্শনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে ফেলে।

এরপর দর্শনা কেরু চিনিকলের জেনারেল অফিসের সামনে মিত্র-বাহিনীর প্রধান মিষ্টার বুফে ও মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ প্রধান মৃত নুর হাকিমের নেত্রীত্বে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে উল্লাস করে এবং জয় বাংলা শ্লোগানে শ্লোগানে মুখোরিত করে নিজ মাতৃভূমির একাংশ নিজেদের দখলে নেয় মুক্তি-বাহিনী।
সেই থেকে ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস হিসাবে দর্শনাবাসঅ পালন করে আসছে।

এ যুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনী ও মিত্র-বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য মারা যায় বলে বিল্লাল হোসেন জানান।

- আহসান হাবিব মামুন, দর্শনা